প্রথম প্রকাশ: ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

# সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

March 2023
ফাল্গুন–চৈত্র ১৪২৯

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায়: বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ | CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL | NORTH AMERICA

**Contact CAB**

**Registered Office**
141 Grymes Hill Road,
Staten Island,
New York 10301, USA

USPS No: 020877 | ISN: 1542 5657

FOR ANY QUESTION OR INFORMATION ABOUT CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL (CAB)
PLEASE VISIT THE WEBSITE " www.cabusa.org“
Email Address: cabusa1972@gmail.com

## NABC 2025 IS BEING PLANNED TO BE HELD IN TORONTO, CANADA

CAB AWARD

**CAB RECOGNITION FOR 2023**

**" Every year CAB recognizes persons who have done outstanding work in spreading Bengali Culture, Literature, Community work, etc. for the Bengali Community in North America."**

**Should you decide to recommend any such person, please send it to:**

**dcha42@aol.com or chittasaha1943@gmail.com. or ranusarkar@hotmail.com**

**Last date of Submission : April 30, 2023.**

## বঙ্গ সম্মেলনের খবর

NABC 2023:
Organized By: KPC Bengali Hall of Fame
President: Parthasarathi Mukhopadhyay
June 30, July 1 &2 , 2023
Jim Whelan Boardwalk Hall,
Atlantic City, NJ

NABC 2024:
Organized By: Bengali Association of Greater Chicago,
Chairperson: Indranil Roychaudhury
July 4, 5 &6 , 2024
Renaissance Convention Center,
Schaumburg, IL

Elegant 4 BHK Flat For Sale
Mandeville Gardens, Kolkata (near Gariahat)

2353 SQ. FT.

FOR DETAILS VISIT:
suryalok.in

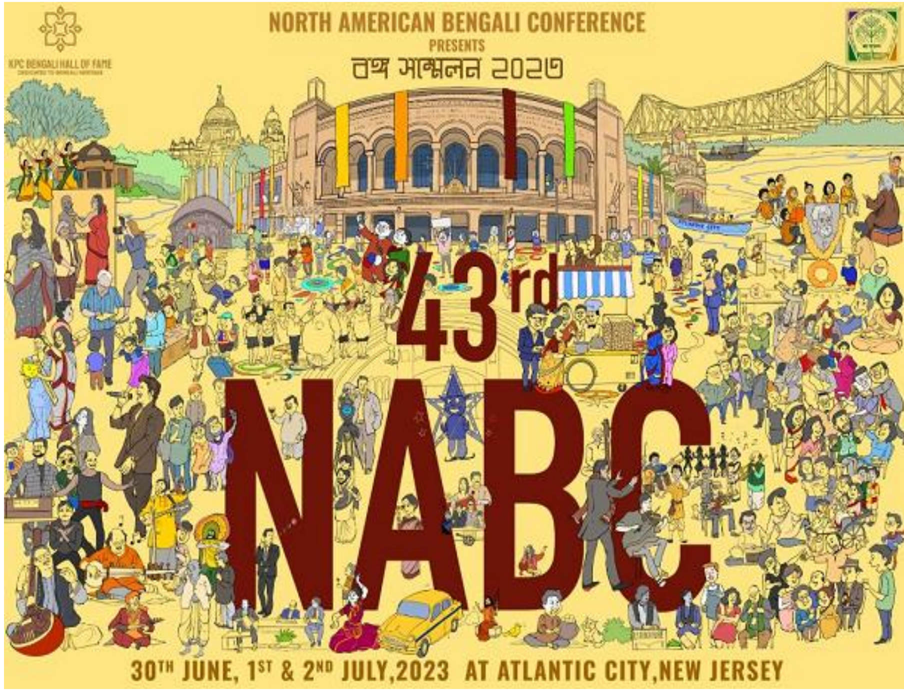


### *IMPORTANT LINKS:*

**Registration Categories and Benefits:**
**https://nabc2023.net/registration-overview**

**Sponsorship Categories and Benefits:**
**https://nabc2023.net/sponsorship-opportunity-overview**

## *Big Announcement*

## *Sunidhi Chauhan & Javid Ali will be performing at NABC 2023*

*We have achieved another milestone in the commitment of artful entertainment in NABC 2023. NABC gala night, will be dazzled by the enormous performance of Sunidhi Chauhan & Javed Ali and their team of unforgettable orchestra from Mumbai, the center of contemporary art of India. Added to that - please note - you will be experiencing this mega historic event in one of the historic auditorium - the Jim Whelan Boardwalk Hall.*
*So hurry up and grab this opportunity to experience the mega event - NABC 2023 - which will be a landmark in the history of pure and heart filled entertainment in North America.*
*The clock is ticking and every moment we are narrowing the gap between now and NABC 2023…*
*Remember —*
*Opportunity does not knock twice……*
*So - next step is to register- **www.nabc2023.net***
*Hotels are going fast. Book your hotel, at discounted NABC 2023 rates, once you have registered.*
*NABC 2023 will mark a watershed in entertainment with glitzy happening shows, all three days in Atlantic City, bringing the best of Bengal and Bollywood to you.*
*We will rock you. From awesome adda to mesmerizing music to exquisite exhibitions to business across borders, an unforgettable experience awaits you on the Atlantic City, Boardwalk!*
*See you in person along with the shining stars of Bengal & Bollywood June 30, July 1-2, 2023!*

## CONTACT NABC2023 TEAM

North American Bengali Conference, organized by KPC Bengali Hall of Fame, New Jersey, on 30 June, 1 & 2 July 2023 at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ
Contact our NABC 2023 Team for all your queries
Email: kpcbhofnabc2023@gmail.com, nabcinfo2023@gmail.com

# MIHIR SEN

## LONG TIME CAB LIFE MEMBER, PAST PRESIDENT & ONE OF THE FOUNDERS OF CAB NABC NO MORE WITH US BUT ALWAYS IN OUR HEART

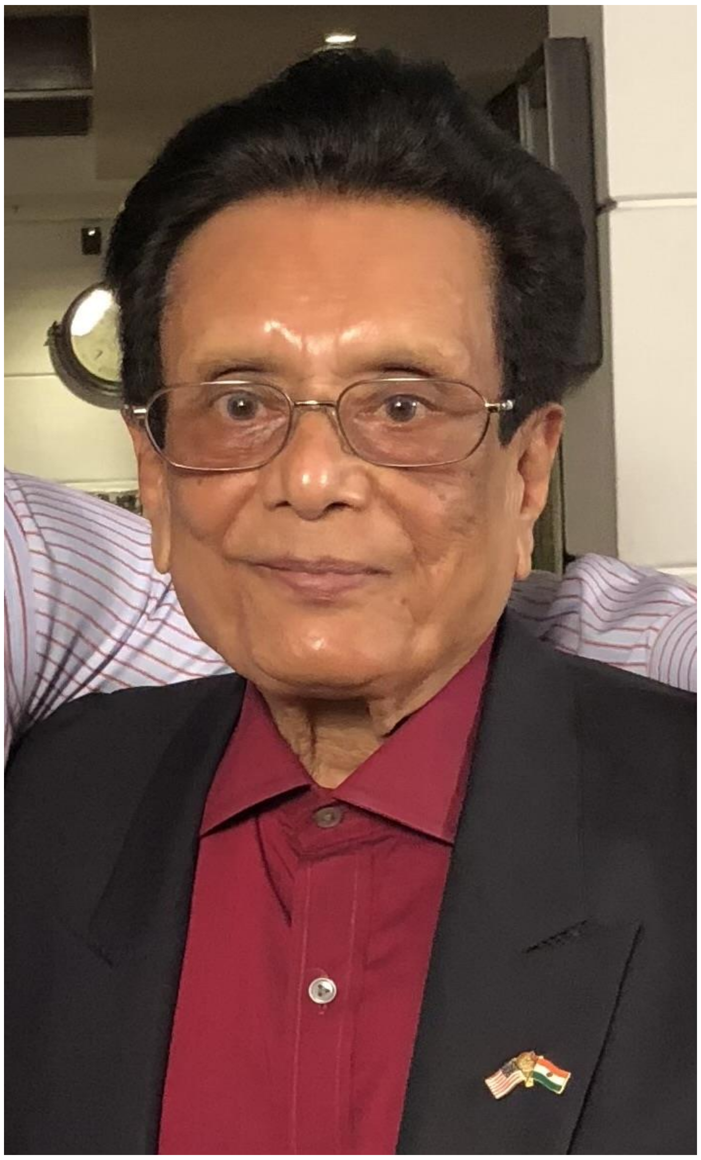

Mihir Sen passed away peacefully on Wednesday, February 1, 2023 at the age of 83. Beloved husband of Amala Sen. They enjoyed over 57 years of loving and loyal marriage together. Loving father of Apratim “Robby” Sen and Aparup “Bobby” Sen, and loving father-in-law of Bobby’s wife Ushashi “Kiku”. Adoring grandfather of Roshan Sen.

Mihir was born in Madhupur, India and came to live in the U.S. in 1971 where he settled in Brooklyn and Staten Island. In 1985, he moved to Waldwick, NJ. He has since lived in Mahwah, NJ finally settling in Oakland, NJ with his family since 1999.

Mihir was an accountant by training with a Chartered Accountant qualification from India and obtained an MBA in the U.S. Before his retirement in 1999, Mihir was an accounting executive and partner with Funk and Wagnalls Corporation, a publishing company, in New York and Mahwah.

Mihir was also very involved with, supportive of and beloved by his extended family and community. Mihir was a major supporter of, and a key contributor to, the Cultural Association of Bengal. He served as the President of the CAB in the 1990s, including for the 1994 NABC, which was organized by the CAB. In addition, Mihir was a major supporter of Street Children International and the Probini Foundation.

# NEW YORK KICK OFF

**NABC 2023 New York kick off was held on 11th March 2023 at P.S./I.S. 208 . 74-30 Commonwealth Blvd, Queens, NY 11426**

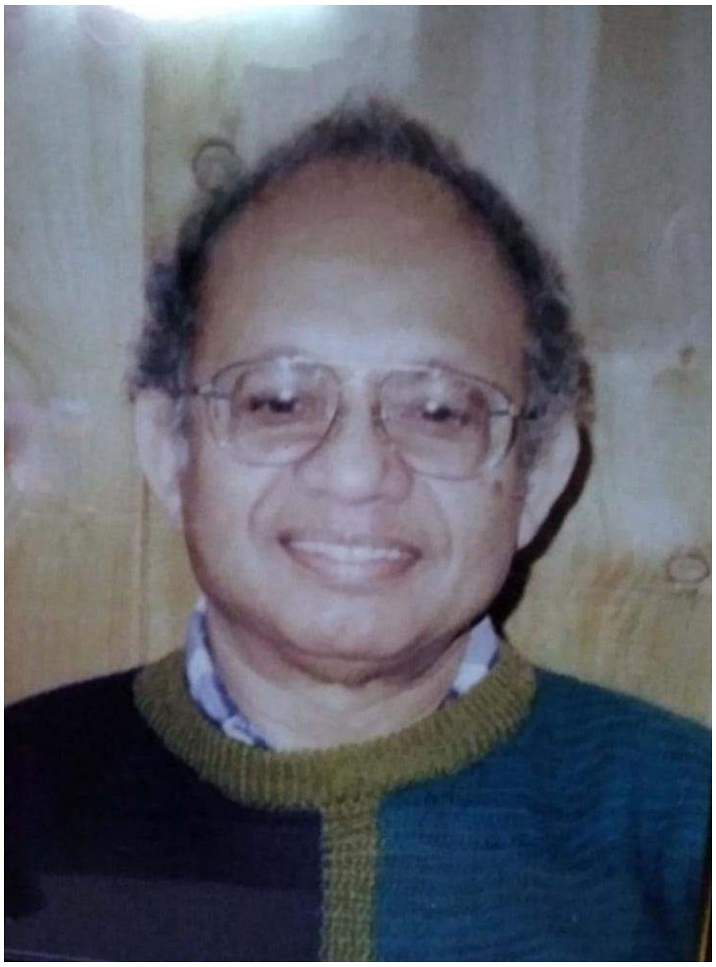

## Prof(Dr.)PANKAJ DAS OBITUARY

The renowned professor of Radio Physics Dr. Pankaj Das passed away on February 9, 2023, at 4:00 am peacefully in his sleep.

Dr. Pankaj Das was born in Kolkata, India to Susama Paul Das and Upendra Nath Das. "Pankaj was a brilliant student" - said his boyhood friend Mr. Shyamal Ghosh, who live in Wayne, New Jersey. After earning his PhD in Electrical Engineering in 1964, he took a position as assistant Professor at Brooklyn Polytechnic Institute, now New York University Tandon School of Engineering. In 1968, he joined the University of Rochester, then in 1974, he became a Full Professor at Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York.

He taught at RPI for more than 25 years, advising many Doctoral Students, researching lasers, optics and semiconductors and publishing many scientific articles and 3 books on those subjects. Pankaj became a Professor Emeritus upon his retirement from RPI and moved to the University of California at San Diego, California where he continued to teach electrical engineering, publishing scientific papers, and advising PhD students for nearly 20 years.

Pankaj was always an adventurous man who had a passion for travel. He traveled and taught nationally and internationally. A lively, creative person, always up for adventures and visiting new places, meeting new people and sailing around Lake George, Hudson River and San Diego Bay.

He is survived by his wife, Virginia Van Kirk Das, his children Andrea (Mitchell) and Joshua (Jennie), grandchildren Rachel, Anna, and Gabriel, his brother Pranab (Binata), sisters Priti and Lilly, nieces Barna and Progga as well as many other nieces, nephews, and cousins. He was predeceased by his sister Asru Das Nandy. May his soul rest in peace in almighty's hand.

Ref: Progga Hannah, Simple Choices, Inc.

# KOLKATA KICK OFF

**NABC 2023 Kolkata kick off was held on 21 January 2023 at KPC Medical College Auditorium, Kolkata.**

# Himalaya: হিমালয়ে একা ট্রেকিং নিষিদ্ধ করে দেবে ঠিক করেছে নেপাল, মত পর্বতারোহীদের

আজ কালের পত্রিকার সৌজন্যে

**মলয় সিনহা:** প্রশিক্ষিত গাইড ছাড়া নেপালের হিমালয় রেঞ্জে কোনও বিদেশি ট্রেকার একা ট্রেকিং করতে পারবেন না।

বিদেশিদের জন্য নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে নেপালের ট্যুরিজম বোর্ড। চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে লাগু হচ্ছে এই নতুন নিয়ম। বিদেশি ট্রেকারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই নিয়ম চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কাঠমান্ডু প্রশাসন। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলার অভিজ্ঞ পর্বতারোহী থেকে অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবগুলি। পর্বতারোহণ থেকে ট্রেকিং মানেই রোমাঞ্চে ভরা। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় সঠিক প্রশিক্ষণ ছাড়া, এমনকি গাইড ছাড়া অনেকে বেরিয়ে পড়ছেন ট্রেকিংয়ে। 'নেপালের হিমালয়ান রেঞ্জে ট্রেকিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অনেক অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী। ঘটছে মৃত্যুর ঘটনাও। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।' বললেন বাংলার অভিজ্ঞ পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস। তিনি আরও জানান, 'সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাইড বাধ্যতামূলক হলে দুর্ঘটনা অনেক কমবে। পাশাপাশি সেদেশে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানও বাড়বে। অবশ্য এই নির্দেশিকার আগেই কিছু কিছু ট্রেকিং রুটে গাইড ছাড়া পারমিট দেয় না নেপাল প্রশাসন।' এভারেস্টজয়ী দেবরাজ দত্ত মনে করছেন, 'এটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। অনেক দেশ এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ প্রশিক্ষিত গাইডের সংখ্যা কম। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় যুবকদের গাইড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। সেদেশের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার সংস্থায় পর্যাপ্ত গাইড রয়েছে। বিদেশি পর্যটক বা ট্রেকারদের সঙ্গে গাইড থাকলে ট্রেকাররা প্রকৃত সুরক্ষা পাবে। খরচ বাড়লেও গাইডের সহযোগিতায় ট্রেকাররা বিপদের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন।'

নেপালে বিদেশিরা ট্রেকিংয়ে গেলে গাইড বাধ্যতামূলক করায় খরচ অনেকটা বেড়ে গেল মনে করছেন বিশিষ্ট পর্বতারোহী বসন্ত সিংহরায়। তাঁর কথায়, 'যাদের দীর্ঘদিনের নেপালে ট্রেকিং করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের পরবর্তীকালে দেখেছি একা ট্রেকিংয়ে যেতে। এখন ১০ দিনের ট্রেকিংয়ে ২০ হাজার টাকা খরচ বেড়ে গেল। অবশ্য যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই তাঁদের গাইড নেওয়া খুব দরকার।' বিশ্বরেকর্ডকারী পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত জানালেন, 'জানুয়ারিতে দক্ষিণ কোরিয়ার এক মহিলা ট্রেকার গাইড ছাড়া অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেকিং করতে গিয়ে প্রাণ হারান। দু-তিন দিন পর তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এর আগেও অনেক দুর্ঘটনা হয়েছে। এটা বন্ধ হাওয়া দরকার। নেপাল প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। এতে যেমন বিপদ কমবে, পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বাড়বে।'

নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের মুখপাত্র মণি রাজ লামিছনে জানিয়েছেন, 'নেপাল হিমালয়ে ট্রেকিং করতে গিয়ে প্রতি বছরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন বিদেশিরা। এই সংখ্যা গত কয়েক বছরে বেড়েছে।' নেপাল প্রশাসনের দাবি, ট্রেকিং করতে গিয়ে প্রতি বছর হিমালয়ের কোলে হারিয়ে যান ২৫ থেকে ৪০ জন বিদেশি পর্যটক। গাইড ছাড়া ট্রেকিংয়ে যাওয়াতে তাঁদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করাও সম্ভব হয় না বলে জানিয়েছেন তাঁরা। কলকাতার অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব সোনারপুর আরোহীর সম্পাদক এভারেস্টজয়ী রুদ্রপ্রসাদ হালদার বললেন, 'খরচ বাড়লেও এবার থেকে নেপালে অনেক বেশি নিরাপদ ও সংগঠিতভাবে ট্রেকিংয়ের আয়োজন করা যাবে।'


## FLAT FOR SALE - SALT LAKE, KOLKATA

**3 storied building family house on the -2nd lane of 1st Avenue.**

**Away from traffic noise. Park on the opposite side of the road. Top floor for outright sale. 1800 sq.ft, including 2 front balconies and 1 balcony on the back. 2 bathrooms with fitted Gysars. 4 BHK, fully furnished with AC in each room. All legal papers are in perfect condition. Asking price is 1.5 crores rupees (negotiable).**

**Interested person can contact with Mrs. Rekha Bhattacharyya: Ph. No: 973-204-2840, Email ID: sirrobinel@gmail.com**

**For inspection please contact Dr. S. Bhattacharya: Ph. No: 011-91-98300 52402, Email ID: drswapan@hotmail.com**

## নববর্ষের আগের রাত

পার্থসারথি সেনগুপ্ত

কাল সকালটা শুধু কি একটা ভোর?
আমি তো যাই নি কোন কিছুরই খোঁজে
হাত খুলে দেখি, মুঠো ভরে আছে ছাই
জলটাও খেতে পারি না আলগোছে
আজকে রাত টা অন্যরকম হোক
ঠোঁটে আঙ্গুল ছুঁয়ে শুধু বলে চুপ
আমি জেগে থাকি সেই ঘুম টার আগে
চাঁদের আলোয় আজ নেই বিদ্রুপ।
একটা গল্প লেখা হোক স্মৃতি জুড়ে
আলোর আকাশে মুড়িয়ে নিয়ে তাকে
শেষ রাতের ওই আবছা আলোর পারে
ঘুম পারাবো আমার যন্ত্রণাকে
কাল সকালে সেই ছেলেটাকে খুঁজবো
ফুটপাথ জুড়ে শুয়ে থাকে আজকাল
সত্যের মাঝে অন্ন খুঁজেছে একদিন
আজ খোঁজে তার ফেলে আসা কঙ্কাল

## অবিন্যস্ত বসন্ত

পার্থসারথি সেনগুপ্ত

যখন এসেছে ফিরে, সময়ের হাত ধরে
নীরব মুগ্ধতা
তবুও প্রতিটা রাতে, খোঁজো তুমি কার সাথে
এই অস্থিরতা
যে সন্ধ্যা সমুদ্র তীরে. হারিয়েছে গভীরে
সকালের আশে
আজ খোঁজো তুমি তাকে. এক বুক অজানাকে
কালের বিন্যাসে
পৃথিবী মুখ ফেরায় , সেটা কি তোমার দায়?
তোমার এই মন
সব কিছু করে দাহ. পায় যদি উৎসাহ
ঠিক মূল্যায়ন
ভালো লাগা দুটি চোখ. প্রশংসায় ক্লান্ত হোক
যদি আসে বুজে
জানবে তা পরিণত , আসবে সময়মতো
বসন্ত আমেজে

| | |
|---|---|
| ০১ (এপ্রিল ১৫) | বাংলা নববর্ষ |
| ০৩ (এপ্রিল ১৭) | প্রদোষ ব্রত |
| ০৬ (এপ্রিল ২০) | অমাবস্যা |
| ০৯ (এপ্রিল ২৩) | অক্ষয় তৃতীয়া |
| ১৭ (মে ০১) | মোহিনী একাদশী, মে দিবস |
| ১৯ (মে ০৩) | প্রদোষ ব্রত |
| ২১ (মে ০৫) | পূর্ণিমা, বুদ্ধপূর্ণিমা |
| ২৫ (মে ০৯) | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব |
| ৩১ (মে ১৫) | বৃষ সংক্রান্তি, অপরা একাদশী |

**Bengali Calendar Boishakh 1430**

**Boishakh 1430 — বৈশাখ ১৪৩০ — Apr/May 2023**

| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabami upto 05:40 AM. 30 14 | Ekadashi upto 01:24 AM May 16 31 15 Apara Ekadashi | | | | | Dashami upto 07:22 PM 1 15 Pohela Boishakh, Nabobarsha ** |
| Ekadashi upto 05:00 PM 2 16 | Dbadashi upto 02:47 PM 3 17 | Trayodashi upto 12:47 PM 4 18 | Chaturdashi upto 11:05 AM 5 19 Shabikdar | Amabasya upto 09:44 AM 6 20 Amabasya | Pratipada upto 08:48 AM 7 21 Day before Eid-Ul-Fitr | Dbitiya upto 08:21 AM 8 22 Eid Ul Fitr ** |
| Tritiya upto 08:23 AM 9 23 Akshya Tritiya | Chaturthi upto 08:57 AM 10 24 | Panchami upto 10:00 AM 11 25 | Shashthi upto 11:28 AM 12 26 | Saptami upto 01:17 PM 13 27 | Ashtami upto 03:18 PM 14 28 | Nabami upto 05:22 PM 15 29 |
| Dashami upto 07:16 PM 16 30 | Ekadashi upto 08:54 PM 17 01 May Day, Mohini Ekadashi | Dbadashi upto 10:08 PM 18 02 | Trayodashi upto 10:53 PM 19 03 | Chaturdashi upto 11:08 PM 20 04 | Purnima upto 10:52 PM 21 05 Buddha Purnima | Pratipada upto 10:07 PM 22 06 |
| Dbitiya upto 08:56 PM 23 07 | Tritiya upto 07:20 PM 24 08 World Redcross Day | Chaturthi upto 05:27 PM 25 09 Rabindranath Tagores Birthday | Panchami upto 03:17 PM 26 10 | Shashthi upto 12:57 PM 27 11 | Saptami upto 10:31 AM 28 12 | Ashtami upto 08:04 AM 29 13 |

## উর্দি

দিলীপ চক্রবর্ত্তী, কলকাতা

মনে রেখো তুমি এ উর্দি পেয়েছ জনগণের
সেবারব্রত নিয়ে, শপথ নিয়েছ ন্যায় প্রতিষ্ঠার,
শপথ নিয়েছ দুর্বলের রক্ষার আর শপথ নিয়েছ
সমাজে সকল অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করার
তাই উর্দি পরেই তুমি হবে আইনের রক্ষক, করবে
না মস্তক নত দুর্নীতির আঙ্গিনায়, নগ্ন অভুক্ত
মানুষ অপেক্ষা করছে, ধর্ষিতা অপেক্ষা করছে,
ধর্ষকের শাস্তির আশায়, আর বুভুক্ষু "আমজনতা"
চেয়ে আছে তোমার দিকে সুবিচারের আশায়।
শিক্ষা শেষে সরকার তোমাকে দেবে খাকী উর্দি,
যার আশীর্বাদে তুমি হবে বলীয়ান, ধ্বংস করবে
অন্যায় আর অবিচারের দানবকে, সে যেই হোক
না কেন, সরকারী সেবক, নির্বাচিত প্রতিনিধি বা
তোমার পাড়ার সন্ত্রাসকারী অথবা লোভী তোমার
সহকর্মী পুলিস – যে প্রতিজ্ঞা করেছে সেবক হবে
শোষক নয়, সাধারণ মানুষের হয়ে তুমি এ উর্দির
শক্তি তুলে ধরবে এ গণদেবতার ন্যায়ের আঙ্গিনায়।
পুলিস - মনে রেখো, এ উর্দি সত্যের প্রতীক, এ উর্দি
আনবে ওই বঞ্চিতার প্রতিকার , এ উর্দি জীবনের ধারক,
আর এ উর্দির সূর্যশিখা সমাজের সকল কালিমা
জ্বালিয়ে করবে দগ্ধ, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করবে নতুন আশা,
ভোরের আলোয় ফুটে উঠবে সুন্দর জীবনের বার্তা,
সমাজ দেখবে উর্দিধারী তো আর শোষক নয়,
বরং মানুষের সেবক, মানুষের দেওয়া উর্দিধারী পুলিশ।

**EXECUTIVE COMMITTEE 2023**

**President**
Ranadeb Sarkar

**Vice President**
Tapas Sanyal
Arpita Gupta
Dipayan Sarkar

**General Secretary**
Partha Sarathi Chakraborty

**Assistant Secretary**
Indrashish Basu Roychoudhury

**Treasurer**
Debiprosad Palit

**Member**
Sudipta Chattopadhyay
Dipankar Chattopadhyay

**BOARD OF TRUSTEES 2023**

**Chairperson**
Dilip Chakrabarti

**Member**
Abhik Dasgupta
Ashis Sengupta
Ashok Rakhit
Gopendu Chakrabarti
Kallol Chattopadhyay
Milan Awon
Pranab Das
Sugata Bagchi
Surajit Sengupta

# পৌষ পার্বণ

## মানসী গুহ

পৌষ সংক্রান্তি আসছে।কত পুরোনো কথা মনে পড়ে যায়।এই সময়টা সেকালে কঠিন শীতের সময় সবাই কেমন চনমনে হয়ে উঠত।দুপুরবেলা সংসারের সব কাজ সেরে একদিকে চাল গুঁড়োনো চলছে তো অন্যদিকে নারকেল কোরানো চলছে, কেউ বা চসি তৈরী করছে, কেউ বা নতুন গুড় জ্বাল দিচ্ছে আহা কী সুবাস।কেন জানি না ওখানে বসে এসব দেখতে খুব ভালো লাগত।আর পিঠে খাওয়ার লোভ তো ছিলই।একটু বড় হওয়ার পর একটু একটু হাত লাগিয়েছি বটে তবে আচারবিচার নিয়ে বড় কড়াকড়ি ছিলো গো।এখন বুঝি ওটা ছিল পরিচ্ছন্নতার পাঠ।

গল্পগাছা করতে করতে হাত চলছে সমান তালে।উদ্যোক্তা আমার বড়মা,সহকারী হল দিদা,আমার মা ,মামীমা আমাদের দোতলায় থাকতেন যাঁরা ,সেই ছোড়দিদা ও আমার পূণ্যমাসী।সংক্রান্তির দিন বড়মা স্নান সেরে পিঠে বানাতে বসতেন।দাদু আগের দিন বাজার থেকে চাপা দেওয়া মাটির সরা কিনে আনত।তোলা উনুনে ওই সরা বসিয়ে একহাতা করে চালগুঁড়ো গোলা দিয়ে সরা চাপা দিয়ে একটা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে সরার চারপাশটা ভিজিয়ে দিত বড়মা আর সবার উপর কাপড়টি বসিয়ে রাখত। জিজ্ঞেস করে জেনেছি এই ব্যবস্থা ছিল সরা যাতে ফেটে না যায় তার জন্য।ধোঁয়া বেরোতে থাকলে সরার চাপা খুলে দিত বড়মা আর দেখতাম কী সুন্দর ফুলে উঠেছে সাদা পিঠেটা ,পিছনটা একটু পোড়া পোড়া আর ফুটো ফুটো।

বড়মা একে বলত আস্কে পিঠে।এই পিঠে এখনও আমার সব থেকে প্রিয় ।এরপরের পর্ব হল পুলি পিঠে।উষ্ণ গরম জল দিয়ে চালের গুঁড়োকে ময়দার মত মেখে নিয়ে,লেচি তৈরী করে তার মধ্যে নারকেল পুর ভ'রে বিনুনির মত করে পুলির আকার দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হত।তারপর পাটালি গুড় দিয়ে অনেকটা দুধ জ্বালদেওয়ার সময় কিছু সরা পিঠে ,তৈরী করে রাখা পুলি পিঠে,আর ছোট ছোট চসিগুলো একসাথে ফুটতে দেওয়া হত।তৈরী হত দুধ পুলি।কিছু সরা পিঠে শুকনো রাখা হত ঝোলা গুড় দিয়ে খাওয়ার জন্য।ঐটা আমার দারুণ প্রিয়।বিয়ের পর প্রথমদিকে একবার নিজে সব কিনে এনে গ্যাসে সরা বসিয়ে এই পিঠে করতে গিয়ে সবাইকে প্রায় আধকাঁচা পিঠে খাইয়েছিলাম কিন্তুভয়ে কিংবা ভালোবাসায় কী জানি সবাই ভালো বলছিল ।

আমি কিন্তু জানি পিঠে মোটেই সুবিধার হয় নি।যাক্ যে কথা বলছিলাম।এই পিঠের তৃতীয় পর্বে ছিল পাটি সাপটা।চালেরগুঁড়ো,ময়দা নলেনগুড় ,আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা সুজি মিশিয়ে একটা গোলা তৈরী করত বড়মা তারপর নিভু নিভু উনোনে নতুন করে গুঁড়ো কয়লা দিয়ে আঁচ তুলে লোহার চাটু বসিয়ে বেগুনের বোঁটায় তেল মাখিয়ে সেটা ভাল করে চাটুতে বুলিয়ে নিয়ে ঐ গোলা একহাতা চাটুতে দিয়ে পুরোণো পোস্টকার্ড দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হত তারপর ফুটো ফুটো দেখা দিলে ক্ষীরের পুর অথবা নারকেলের পুর দিয়ে মুড়ে দিত বড়মা।আমাদের বেথুন স্কুল ঐ দিন পিঠে খাওয়ার ছুটি দিত। মেঝেতে পিঁড়ি পেতে বসে বড়মা এক এক করে পিঠে তৈরী করত আর আমি চৌকীতে বসে হাঁ করে সব দেখতাম।

জানতাম ঠাকুরকে ভোগ দেওয়ার পর আমিই আগে সরা পিঠে পাব,সেটুকু ধৈর্য্য ধরতে আমি একপায়ে রাজি।সবশেষে ছিল গোবিন্দভোগ চালের পায়েস।সেই সুঘ্রাণ মনের কোনায় কোন অবচেতনে রয়ে গেছে আজো সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রিয়জনদের স্নেহের অনুসঙ্গ।পিঠে পর্বশেষ হতে বেলা তিনটে চারটে হত।ঐ শীতে বড়মা আবার স্নান করতে যেত।বলত সব এঁটোকাঁটা ধুয়ে আসি।চালের জিনিস নাকি রান্না করলে এঁটো হয়ে যায়।স্নান সেরে এসে তসরের শুদ্ধ শাড়ি প'রে বড়মা আমাদের গৃহদেবতা গোপালকে সব ভোগ দিত।তারপর?তারপর আর কি আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা।

ছোটবেলায় বড় পরিবারে থাকার ফলে অনেক কিছু দেখেছি, শিখতে পেরেছি কতটা জানিনা।তবে আজো মনে হয় সবাইকে কিছু তৈরী করে খাওয়ানোর মধ্যে একটা বড় সুখ আছে,যে টা মনের মধ্যে চারিত করে দিয়েছেন আমার গুরুজনেরা।বড়মা,দিদা,ছোড়দিদা এঁরা সব আকাশের তারা হয়ে গেছেন,কিন্তু অন্তরে সমাসীন আছেন চিরদিনের জন্য।আজকের এই কর্মব্যস্ততার যুগেও প্রিয়জনদের মুখের সামনে তুলে দিতে চাই ,উদযাপন করতে চাই সেই মধুময় স্মৃতি থেকে তুলে আনা আমাদের লোকাচার ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে বাহিত আমাদের একখণ্ড পিঠে পার্বণ।তোমাদের সক্কলের নেমন্তন্ন রইলো কিন্তু।

# বিদেশি এক রূপকথা

## উৎস গ্রন্থ — "Things Fall Apart" By Chinua Achibe.

ভাবানুবাদ — ডা: বিস্ময় রায়
ইলিনয়

আফ্রিকা। নাইজেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ছোট্ট একটি গ্রাম - উমুওফিয়া (Umuofia)। যেখানে "ইবো" (Ibo/ Igbo) উপজাতিদের বসবাস। লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত তাদের খুবই প্রিয়। আর ছেলেমেয়েরা ভালবাসে রূপকথা। ছোটবেলা থেকেই গানের সাথে রূপকথা শুনতে এবং বলতে তারা খুবই অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

—

বেশ কিছুক্ষণ আগেই আকাশপারে সূর্য ডুব দিয়েছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে চুপিচুপি রাত্রির আবির্ভাব। কি নিবিড়, দুর্ভেদ্য অন্ধকার। গ্রামবাসীরা এত ঘন অন্ধকার খুব কমই দেখেছে। চাঁদও মুখ দেখাতে নারাজ। গত কয়েকরাত ধরে শুধুমাত্র ভোরবেলায় তিনি মুখ দেখিয়েছেন।

ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে রাত্রির খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে আছে একউয়েফি (Ekwefi), আর তার ৮ বছরের মেয়ে এজিনমা (Ezinma)। পাশে আছে পাম তেলের একটি প্রদীপ - হলুদ রঙের আধোআলোয় আধোঅন্ধকার ঘর। যেন রহস্যে ভরা। এই আলো না থাকলে খাওয়া অসম্ভব হতো। কয়লার মত কালো অন্ধকারে হাত খুঁজে পেতো না মুখ কোথায়।

পৃথিবী নীরব নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার একঘেয়ে ঐকতান। আঙ্গিনার চারিদিকে আরও কয়েকটি কুঁড়েঘর থেকে, যেখানে একউয়েফির স্বামী, তাঁর অন্যান্য স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা থাকে, মাঝে মাঝে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কথাবার্তা, গান, এবং মা'ও ছেলেমেয়েদের রূপকথার গল্প।

এজিনমা রূপকথা শুনতে খুবই ভালবাসে। "মা, একটি গল্প বল," মেয়ের আবদার মা'কে জড়িয়ে ধরে।

"একসময়," একওয়েফি গল্প বলতে আরম্ভ করলো, "সব পাখিদের এক মহাভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল আকাশের লোকেরা।"

পাখিদের আনন্দের, উল্লাসের সীমা নেই। আকাশে বহু উঁচুতে তারা উড়ে যাবে। খুব সুন্দর সাজসজ্জায় তারা তৈরী হতে আরম্ভ করল। গ্রামের মেয়েরা এবং পুরুষরা, পাখিরা দেখেছে, উৎসবের সময় কি সুন্দর ভাবে সাজে। প্রায় সমস্ত শরীর উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত করে, তার উপর সুন্দর নকসা কেটে, সবচেয়ে ভাল পোষাক পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে তারা উৎসবে যোগ দেয়। পাখিরাও ব্যস্ত সাজসজ্জায়। সমস্ত শরীর লাল রঙ্গে রঞ্জিত, এবং তার উপর অঙ্কিত অপূর্ব সুন্দর নকসার কারুকার্য।

পাখিদের এই প্রস্তুতি, কচ্ছপ দেখেছিল। কিজন্য এই সাজসজ্জা, এবং কোথায় যাবে সব কিছুই জানতে পেরেছিল। পশুপাখিদের জগতে কোন ঘটনাই তার নজর এড়ায় না। খুবই ধূর্ত এই কচ্ছপ, আর খুবই সেয়ানা, মনে মনে সবসময় ফন্দি আঁটছে। আকাশে মহাভোজের প্রলোভন - আরম্ভ হলো গলায় চুলকুনি, আর তার সাথে মনে এক আজব ফন্দি।

সেই সময়টা কচ্ছপদের জগতে দুর্ভিক্ষের দিন। একমাস ধরে অর্ধভুক্ত অবস্থায় ও দিন কাটিয়েছে। খুবই জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছিল, দেখে মনে হত যেন খোলার ভিতর একটি শুষ্ক কাঠি। চলার সময় ঘর্ঘর শব্দ। কচ্ছপ ভাবছে - কিভাবে আকাশে যাবে, এবং পাখিদের ভোজোৎসবে যোগ দেবে।

"কিন্তু কচ্ছপের ত কোনো পাখা নেই, মা,", গল্প থামিয়ে এজিনমা'র প্রশ্ন।
"ধৈর্য ধরো," মা'য়ের উত্তর, "আরে সেটাই ত গল্প। কচ্ছপের কোনো পাখা নেই। সে পাখিদের কাছে গেল।"।

কচ্ছপ পাখিদের জিজ্ঞেস করল- তাদের সাথে আকাশে যাওয়ার অনুমতি দিতে। " তোমাকে "আমরা খুব ভালভাবেই জানি," ওর কথা শোনার পর পাখিদের উত্তর। " খুবই ধড়িবাজ তুমি, তাই শুধু নয়, তোমার মত অকৃতজ্ঞ আর কেউ নেই। তোমাকে যদি আমাদের সাথে আসতে দেই, অতি শীঘ্রই তোমার দুষ্কর্ম শুরু হবে।"।

"তোমরা আমাকে খুব ভালভাবে জানো না," কচ্ছপ খুবই চিন্তিত, "আমি একেবারে পালটে গিয়েছি। আমি শিখেছি কোন মানুষ যদি অন্যান্যদের বিপদে ফেলে, সে নিজের জন্যও বিপদ ডেকে নিয়ে আসে।"

সুন্দর ভাবে কথা বলতে কচ্ছপের জুড়ি মেলা ভার। অতি অল্প সময়েই সব পাখিই একমত, কচ্ছপটি সত্যিই এখন ভালমানুষে পরিবর্তিত হয়েছে, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারা সবাই নিজেদের পাখা থেকে একটি করে পালক কচ্ছপকে দিয়েছিল। সেই পালকগুলি দিয়ে কচ্ছপ বানিয়েছিল দুটি ডানা।

অবশেষে এলো সেই পূর্বনির্ধারিত দিন যার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল। মিলনস্থানে সর্বপ্রথমে এসে পৌঁছুল সুসজ্জিত কচ্ছপ। ওর যেন আর তর সয় না। এলো আর সব পাখি। অপূর্ব তাদের সাজসজ্জা, কি সুন্দর।

সবাই যখন একত্রিত হল, শুরু হল তাদের যাত্রা, আকাশে বহু উঁচুতে।। আনন্দে উচ্ছল কচ্ছপ উড়ে **চলেছে** পাখিদের সাথে, তার কথার যেন শেষ নেই। ওর বাকপটুতায় মুগ্ধ হয়ে পাখিরা স্থির করল আকাশে গিয়ে কচ্ছপই তাদের মুখপাত্র হয়ে কথা বলবে। ও এত ভাল বাগ্মী।

"একটি গুরুত্বপুর্ণ জিনিষ আমরা যেন ভুলে না যাই," উড়ার সময় কচ্ছপ বলল। "এইরকম মহাভোজে মানুষেরা যখন আমন্ত্রিত হয় তারা সেই উপলক্ষে নূতন নাম গ্রহন করে। আকাশবাসীরা আশা করবে বহু পুরাতন এই রীতিনীতি আমরা যেন মেনে চলি।"

কোন পাখি এই ধরণের নিয়মকানুন আগে শোনে নি। কিন্তু তারা জানত যদিও কচ্ছপ অনেক সময়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়, সে অনেক দেশেই ভ্রমণ করেছে এবং বিভিন্ন দেশের লোকেদের আচার - ব্যবহারের সাথে পরিচিত। তার কথা শুনে পাখিরা প্রত্যেকেই নূতন নাম নিয়েছিল। তারপর কচ্ছপও নাম পালটালো। ওকে এখন থেকে ডাকতে হবে " তোমরা সবাই" ("All of You") নামে।

অনেকক্ষণ ধরে উড়ার পর তারা গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছুল। অপেক্ষারত আকাশবাসীদের সাদর অভ্যর্থনায় তারা মুগ্ধ। অতিথিবরণের পর রঙবেরঙের পালকে শোভিত কচ্ছপ আকাশবাসীদের ধন্যবাদ জানাল তাদের নিমন্ত্রণ করার জন্য। ওর বক্তৃতা এতই মনোমুগ্ধকর ছিল যে পাখিরা সবাই খুব আনন্দিত, কচ্ছপকে তাদের সাথে নিয়ে এসেছে। বক্তৃতার সময় মাথা নাড়িয়ে সবাই তাকে সমর্থন করেছে। আকাশবাসীরা ধরেই নিয়েছিল কচ্ছপই পাখিদের রাজা, বিশষত: ও পাখিদের চাইতে দেখতেও অন্যরকম।

অতিথিরা এসেছে 'ইবো'দের দেশ থেকে - তাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রথামত আকাশবাসীরা সর্বপ্রথমেই নিয়ে এল বেশ কিছু "কোলা" বাদাম। নিমন্ত্রণ কর্তারা জানেন ইবোদের বিশ্বাস "কোলা" জীবনের এবং শান্তির প্রতীক। শান্তিকামনা করে সবাই ছোট ছোট অংশে খন্ডিত কোলা খেয়ে ভোজোৎসবে যোগ দিল।

আকাশবাসীরা অনেক সুন্দর পাত্রে সৌরভে ভরা, বিভিন্ন ধরণের মুখরোচক, তৃপ্তিকর, সুস্বাদু, খাদ্য নিয়ে এল, যা কচ্ছপ আগে কোনদিন দেখে নি এবং স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। যে পাত্রে স্যুপ রান্না করা হয়েছিল সেই একই পাত্রে গরম স্যুপ উনুন থেকে নিয়ে আসা হল। মাংস আর মাছে ভর্তি স্যুপ, কি সৌগন্ধ। কচ্ছপ সব কিছুর ঘ্রাণ নিতে ব্যস্ত। "ইয়ামে"র ভর্তা, 'পাম' তেল দিয়ে ইয়ামের ঝোল, এবং মাছমাংসের বিভিন্ন পদ। তাছাড়া ছিল পামের সুরা। অতিথিদের সামনে সব খাদ্য সাজিয়ে রাখার পর 'আকাশ' নিজেই সামনে এসে সব পাত্র থেকে খুবই অল্প খাদ্যের স্বাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। তারপর তিনি পাখিদের আমন্ত্রন করলেন খাবার জন্য। ঠিক সেই সময় কচ্ছপ ঝাঁপ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল "কার জন্য আপনারা এই মহাভোজ তৈরী করেছেন?"

"তোমরা সবাই" এর জন্য ("For all of you") , আকাশের মানুষটির উত্তর।

কচ্ছপ পাখিদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, "তোমাদের মনে আছে আমার নাম 'তোমরা সবাই' ('All of you')। এদেশের নিয়ম - মুখপাত্রকে প্রথমে পরিবেশন করা, তারপর অন্যান্যদের। আমার খাওয়া শেষ হওয়ার পর তারা তোমাদের পরিবেশন করবে।"

কচ্ছপ খেতে আরম্ভ করল। পাখিরা খুবই অসন্তুষ্ট, বিড়বিড় করে কিছু বলছে।তারা খুবই রাগান্বিত। আকাশবাসীরা ভাবছে রাজার জন্য সব খাদ্য রেখে দেওয়াই বোধ হয় পাখিদের সামাজিক রীতি। কচ্ছপ সবচেয়ে ভাল খাদ্য পেট ভরে খেয়েছিল, তারপর দুই পাত্র 'পাম' সুরাপান। স্ফীত শরীরে তার খোলা প্রায় ভর্তি।

এর পরে ১০ পাতায়

৯ পাতার পরে

# বিদেশি এক রূপকথা



অন্যান্য পাখিরা যাদের জন্য এই মহাভোজের আয়োজন, তারা হতবাক। কচ্ছপ প্রায় সবকিছুই খেয়ে শেষ করেছে। কি করবে তারা। ক্ষিধের জ্বালায়, মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়া বাকি যা খাবার ছিল এবং কয়েকটি হাড়ের গায়ে যে নগণ্য মাংস কিছু লেগে ছিল চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খাওয়া। কিছু পাখি এতই রেগে গিয়েছিল তারা কিছুই খায় নি। ক্ষুধার্ত সব পাখিরা আকাশ থেকে অনেক নীচে ঘরের দিকে উড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু উড়ে যাবার আগে তারা সবাই কচ্ছপকে যে পালকগুলো ধার দিয়েছিল তা ফিরিয়ে নিল।

পাখিরা উড়ে চলে গিয়েছে। অনেক উঁচু আকাশে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে শক্ত খোলায় ঢাকা কচ্ছপ। ভূরিভোজন এবং সুরাপান করে সে আরও ভারী হয়ে পড়েছে। ডানা বিহীন কচ্ছপ, বহু নীচে বাড়িতে কিভাবে ফিরে যাবে? সে পাখিদের অনুরোধ করেছিল স্ত্রীকে একটি সংবাদ দিতে। কোনো পাখি রাজী হয় নি।

অবশেষে মাত্র এক তোতাপাখি যে সবচেয়ে বেশি রেগে গিয়েছিল সে মন পরিবর্তন করে কচ্ছপের বার্তা পৌঁছে দিতে রাজী হয়েছিল।

"আমার স্ত্রীকে বলবে," কচ্ছপের অনুরোধ , " বাড়ি থেকে সব মোলায়েম জিনিষ নিয়ে এসে আঙ্গিণায় রাখতে। আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে আসার সময় যেন খুব বিপদের সম্মুখীন না হই।"

তোতাপাখি এই সংবাদ পৌঁছে দেবে বলে উড়ে চলে গেল। কচ্ছপের বাড়িতে পৌঁছে ওর স্ত্রীকে বলল সমস্ত মজবুত শক্ত জিনিষ নিয়ে এসে আঙ্গিনায় রাখতে। পাখির কথামত ঘর থেকে সব শক্ত জিনিষ - ম্যাচেটি (বড় ছুরি বা 'দা'য়ের মত অস্ত্র), বর্শা, বন্দুক, এমনকি কামানটাও নিয়ে এসে আঙ্গিনাতে বৃত্তাকারে জড়ো করে রেখেছে।

উপরে আকাশ থেকে কচ্ছপ দেখছে ঘর থেকে স্ত্রী অনেক কিছুই নিয়ে এসে আঙ্গিনাতে রেখেছে। কিন্তু এত উঁচু থেকে ও ঠিক বুঝতে পারে নি কি দিয়ে মাটি ঢেকেছে।স্ত্রীর কাজ শেষ হয়েছে। কচ্ছপ আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে দ্রুতগতিতে নীচে পড়তে আরম্ভ করল।পড়ছে ত পড়ছেই। মনে ভয় তার যেন আর পড়া শেষ হবে না। তারপর কামানের আওয়াজের মতই দড়াম করে পড়ল আঙ্গিনাতে শক্ত জিনিষ গুলির উপর।

"ও কি মারা গিয়েছিল?" এজিনমার জিজ্ঞাসা।
"না," উত্তর দিলো একওয়েফি। "ওর খোলা কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। ওদের পাড়ায় ছিল নামকরা এক ওঝা (Medicine Man)। কচ্ছপের স্ত্রী ডেকে পাঠালো তাকে। তিনি খোলার সব ভাঙ্গা টুকরোগুলো জড়ো করে খুব বিচক্ষণ ভাবে জোড়া দিয়েছিলেন। সেজন্যই কচ্ছপের খোলা মসৃণ নয়।"

কচ্ছপের ভাগ্য ভাল, প্রাণ হারায় নি।

গল্প শেষ হয়েছে।
"এই গল্পে কিন্তু কোন গান নেই, মা।" রূপকথার সাথে গান শুনতে এজিনমা খুব ভালবাসে।
"না," বললো একওয়েফি। "আর একটি গল্প, যে গল্পে গান আছে তোমাকে পরে শোনাবো। এখন তুমি আমাকে একটি গল্প শোনাও।"

বাইরে কি ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদ কোথায় যে লুকিয়ে আছে, আজ আর মুখ দেখাবে বলে মনে হয় না। মা'কে তখনও জড়িয়ে ধরে বসে আছে এজিনমা।


## NABC 2023

## Special Dishes

[Based on availability]

Average cost may vary from $5 to $20 per plate

### Menu

- Sorshe Ilish [Hilsha Fish with spicy mustard sauce]
- Chingri machher malaikari [Large prawn on coconut milk]

- Goat Biriyani
- Chicken Biriyani
- Bhorta Plate [Varieties of Boiled and Smashed vegetables]
- Fish Fry [Bhetki, Basa]

- Vegetable Chop
- Fulcopir-Singara
- Magshor Chop [Mutton]

- Machher Chop [Tilapiya or Pabda]
- Dim er [Egg] Devil
- Shaag Chachchari
- Shukto
- Alu posto
- Payes
- Pithe
- Surprise Items !!

## Tributary Event

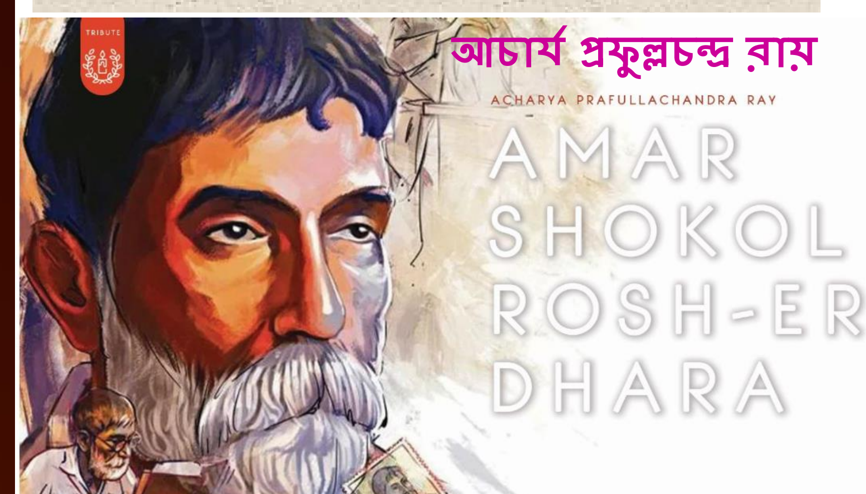

ACHARYA SIR JAGADISH CHANDRA BOSE

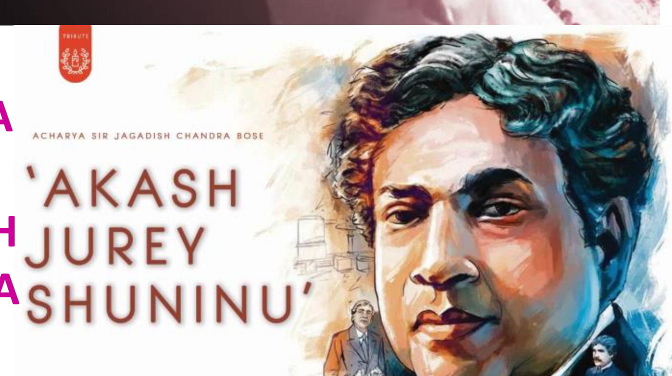

# PREZ LEADS NATION IN GREETING 'RRR' THE ELEPHANT WHISPERERS' TEAMS – "NAATU NAATU"

*Praising 'Naatu Naatu' that won the Oscar for 'Original Song', the Murmu said it has made every Indian proud. She also lauded the 'The Elephant Whisperers' and hoped that it awakens the timeless message about the bond of nature and its children.*

President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur and political leaders from different parties and Chief Ministers of several states on Monday hailed the teams of 'RRR' and 'The Elephant Whispers' for their historic win at the Oscar awards.

India has scripted history by winning two Oscars at 95th edition of Academy Awards ceremony as the song 'Naatu Naatu' from the Telugu film 'RRR' clinched the Oscar in the Best Original Song category while 'The Elephant Whisperers' won an Oscar in the Best Documentary Short Film category.

Naatu Naatu' was picturised on Ram Charan and NTR Jr from the Telugu film 'RRR'.

This is the first time that two Indian productions have won the Oscar awards. The 95th Academy awards function was held in Los Angeles.

Praising 'Naatu Naatu' which won the Oscar for 'Original Song', the President said that it has made every Indian proud. She also lauded the 'The Elephant Whisperers' and hoped that it awakens the timeless message about the bond of nature and its children.

"Congratulations to the 'The Elephant Whisperers' team for the Oscar win! I hope it awakens the world to the timeless message of our seers about our bonds with Mother Nature and all its children. 'Naatu Naatu', a global phenomenon, has made every Indian proud: kudos to the team!" she tweeted.

"Exceptional! The popularity of 'Naatu Naatu' is global. It will be a song that will be remembered for years to come. Congratulations to @mmkeeravaani, @boselyricist and the entire team for this prestigious honour," Modi tweeted after "Naatu! Naatu!" won the award.

He further added that the country is "elated and proud" of their achievement.

The Prime Minister also wished producer Guneet Monga and her team for their documentary "The Elephant Whisperers" winning the Oscar award.

"Congratulations to @EarthSpectrum, @guneetm and the entire team of 'The Elephant Whisperers' for this honour. Their work wonderfully highlights the importance of sustainable development and living in harmony with nature," Modi tweeted.

Taking to Twitter, the Union Home Minister said, "A landmark day for Indian cinema, as the 'Naatu Naatu' song creates history by winning the Oscar Award.

The song was on the lips of Indians as well as music lovers across the globe. Congratulations to Team RRR@ssrajamouli@mmkeeravaani@boselyricist@tarak9999@AlwaysRamCharan."

"Congratulations to @EarthSpectrum and @guneetm on their Oscar win for the short film 'The Elephant Whisperers'. The film brings to the forefront India's efforts to save elephants. The award underlines the potential of the Indian film industry and will inspire young film makers," Shah said in another tweet.

Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur congratulated the 'RRR' team for winning the Oscars under the best original song category at the 95th Academy awards. The Information and Broadcasting Minister took to Twitter to congratulate the 'RRR' crew.

"Naatu Naatu has struck a chord all around the world! The power of Indian content has captured the hearts of audiences globally; the @RRRMovie team @ssrajamouli @mmkeeravaani have mesmerised with their cinematic art & left everyone spellbound with their song!",Thakur tweeted.

"Congratulations on winning the Academy Award for Best Original Song at Oscars95! A proud moment for India as RRR creates history by becoming the first Indian production to bag an Academy Award in the 'best song' category!", he said in another tweet.



Courtesy of The Statesman

# Interview of Jerry White , The Nobel laureate in peace by Rupa Majumdar, (Publisher, Educationist, Social Activist )

"I had no idea of a mine and how it looks but it ripped apart my right leg when I was just 20 year old and was studying comparitive religion at Israel. I was in hospital for next six months lying beside similarly injured mine survivors " said Jerry White while he was recalling the incident of 12 th April, 1984 when he was outing at Golan Heights, Israel. Suddenly there was a blast and in the next moment he lay in a pool of blood and found his right leg missing. " Where is my leg " was his first reaction.

Jerry White won the Nobel prize in peace in 1997 due to his massive campaign to ban landmine . 80 percent of the victims of landmine are civilians, the highest number of the survivors are living in Afghanistan, Iran, Iraq, Ukraine. Jerry is on a mission to network with the landmine survivors so that they get their rights.

Jerry heads United Religious Initiative (URI) is preaching a culture of peace between different religions. URI is a global grassroots interfaith network that cultivates peace justice and healing by engaging people to bridge religious and cultural differences and work together for the good of their communities and the world. URI's network of community led groups work in over hundred countries around the world, gathering groups of people from different cultures, faiths and tradition to work side by side for a common cause.

During Jerry White's visit to Kolkata URI under leadership of Rev. Kalyan Kumar Kisku, Mr. Goutam De and Mr. Biswadeb Chakraborty, Regional President, Mentor and Regional Coordinator respectively organised a round table conference at The Oberoi Grand , Kolkata on 11 th January 2023 with few eminent personalities of the town of varried expertise to interact and exchange ideas with the Nobel Laureate to promote interfaith cooperation and harmony. On 13 th January Techno India University Saltlake organised an awareness program in their campus with students, faculties and senior officials.

The Nobel Laureate recalled how lady Diana had been helpful and supported his campaign and even recalled his role in US Government working under Hilary Clinton where he formulated the Conflict Stabilization Operation. He said a research done on Resilience and leadership by Yale University, U.S came out with 10 ways of getting peace in life, namely, Optimism, Altruism & Generosity, Having a moral Compass, Faith & Spirituality, Humour, Having a role model, Social Support, Facing Fears, Having a mission and Training.

He further said growing violence against People, Planet and Truth are due to Factocide - The destruction of of truth in media and education through the ongoing dissemination of falsehoods including the distorted retelling of stories and history. This has twofold impacts. One is Genocide - The destruction of people on basis of their nationality, race, ethnicity, religion and gender. Another is Ecocide - The destruction of place, property and natural environment to deny access to resources, medicines and sacred sites. Both these results in Religicide - The attempt to eradicate a religion, it's followers,sacred heritage, destroying diverse cultures and indigenous communities.

He further added to prevent the growing violence, one has to go through a process of peace, justice and healing. Communicating truth will rebuild communities and regenerate land which in turn will enhance spirituality reconnecting people to nature, spiritual wisdom, Altruism and service to promote peace justice healing for all .

Jerry is a firm believer of the saying of Swami Vivekananda " Do not hate anybody, because that hatred which comes out from you, must in long run come back to you , if you love will come back to you, completing the circle." He preaches the ways to overcome different crisis of life and dreams of a beautiful world where peace and harmony prevails.

# ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে

## সংগৃহীত

সে আজ অনেক কালের কথা।তখন না ছিল জীবনে এত জাঁকজমক,না ছিল এত প্রাচুর্য্য।মানুষ অল্পেতেই খুশী হতো আর আর পরস্পরের দিকে অতি অনায়াসে যেটুকু সামর্থ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত।এমত সময়ে আমাদের গল্পের নায়ক প্রদীপ প্রি ইউনিভার্সিটি পাশ দিয়ে আর কলেজমুখো না হয়ে কয়লাকুঠির দেশেএক কয়লাখনির আপিসে সুপারভাইজারের কাজ জুটিয়ে ফেলল।কাজ অবশ্য সহজে জোটেনি।প্রদীপের বৃদ্ধ বাবার পুরোনো এক চেনাজানা বড়মানুষের সহায়তায় বহু চটি ছেঁড়ার পর এটি সম্ভব হয়েছিল,কারণ প্রদীপের বাড়িতে তখন বৃদ্ধ বাবা,মা ছাড়াও আরও দুটি স্কুল পড়ুয়া ভাইবোন ছিল যাদের খাওয়া, পরা ও পড়া আর বাবার ওষুধের জোগান বন্ধ হতে বসেছিল।বাবার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সময়ের সাথে তাল মেলাতে না পেরে।প্রদীপের আদি বাড়ি হাওড়ার এক অনামা গ্রামে।

এবার গল্পের নায়িকার কথায় আসি।মেয়েটির বাড়িও হাওড়ার এক অখ্যাত গ্রামে।বাপ মা মেয়ের সুখ শান্তির সংসার।বাপ সাতটার ট্রেন ধরে কলকাতার বড়বাজারে এক দোকানে যায়।সারাদিন খাতা লিখে আবার আটটা দশের ট্রেনে বাড়ি ফেরে।মা রান্না করে,ঘরদোর সামলাতে ব্যস্ত মানুষ,মেয়ে গ্রামের স্কুলে পড়ে।মা কোন ভোরে উঠে বাবার জন্য ভাত,ডাল আলুভাজা,কখনো ডিমসেদ্ধ বানিয়ে দেয়।বাবা অ্যালুমিনিয়মের টিপিন বক্সে রুটি আলুভাজা নিয়ে স্টেশন পানে দৌড়ায়।মা মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে যত্ন করে একগ্লাশ দুধ খাইয়ে রান্নাঘরের এককোণে পড়তে বসায়।বেলা ন'টা বাজলে মেয়েকে স্নান করিয়ে দু মুঠো ভাত আর আলুসেদ্ধ,ডিমসেদ্ধ খাইয়ে গ্রামের স্কুলে পাঠায়।দুপুরে সেলাই করে কাঁথা অথবা স্বামী বা মেয়ের সোয়েটার ,বিকেলে জলখাবার বানায় মেয়ের জন্য আর সন্ধ্যে হলেই মেয়েকে পড়াতে পড়াতে সেরে ফেলে রাতের রান্না।এমন নিপাট,মসৃন জীবনযাত্রাতে যখন এটিকে সুখী পরিবার বলা চলে এহেন সময়ে একদিন বাবার ফেরার সময় রাত হয়ে যাওয়ায় দাশনগর রেলস্টেশনের লেভেল ক্রসিং এর বন্ধ গেট তাড়াহুড়ো করে পার হতে গিয়ে মেল ট্রেনে কাটা পড়ল জনৈক সুধীর সামন্ত।ঘরে খবর এসে পৌঁছালো গ্রামশুদ্ধু মানুষ স্টেশনে ভেঙে পড়ল।মা মেয়ে স্তব্ধবাক।মেয়ের তখন ক্লাস এইট,মেয়ের নাম শুভা।

গিন্নীমা কয়েক বছরেএদের ব্যবহারে,আচার আচরণে এদের মায়ার চোখে দেখলেন,আর এই বাড়ি থেকেই শুভার সাথে প্রদীপের বিয়ের সম্বন্ধ হোলো কোন এক শুভানুধ্যায়ীর যোগাযোগে।প্রদীপের মা একটি গরীব ঘরের মেয়ে খুঁজছিলেন যাতে ঐ সুদূর কয়লাকুঠির দেশে ছেলেকে আর নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে না হয়।

এতো গেল গল্পের প্রস্তাবনা।এবার গল্প হোলো শুরু।কোন এক বৈশাখের শুক্লপক্ষের সন্ধ্যে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে চার হাত এক হোলো শুভা ও প্রদীপের।শুভা তখন উনিশ আর প্রদীপ চব্বিশ।গরীব ঘরের মেয়ের বিয়েতে যা হয় তার একটু বেশীই হল গিন্নীমা র আনুকূল্যে।শুভার মা মেয়ের অমঙ্গলের আশঙ্কায় চোখের জল আটকে হাসিমুখে বিদায় দিলেন মেয়ে জামাইকে।শুধু জামাইয়ের হাতদুটি ধরে বললেন,"তুমি ওকে দেখো বাবা, আমার মেয়ের সব ভালো মন্দের ভার তোমার হাতেই তুলে দিলাম।আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও।

এরপর কয়েকদিনের ঝক্কি ঝামেলা সামলে প্রদীপেরর হাত ধরে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে বসল আমাদের গল্পের শুভা। নতুন তাঁতের শাড়ির গন্ধ,হাতে শাঁখা পলার সাথে একগাছি করে মায়ের সযত্নে রক্ষিত ব্রোঞ্জের চুড়ি,গলায় সরু চেন,পায়ে আলতা,ঘন চুলে সিঁদুরের রেখা,পায়ে নতুন চটি প্রদীপের হাতে টিনের একটা সুটকেস।হাতে নতুন রিস্টওয়াচ পায়ে,নতুন জুতো।আসানসোল প্যাসেঞ্জার ঠিক দুপুরবেলা কালিপাহাড়ি তে আমাদের গল্পের নায়ক নায়িকাকে নামিয়ে দিয়েই হুস করে আসানসোলের দিকে রওনা দিল।বৈশাখের গরম বাতাসে উড়ল কিছু ঝরা পাতার ঘূর্ণি।আর যে দু'একজন যাত্রী নেমেছিল তারা যে যার গন্তব্যের দিকে হাঁটা দিল।শুভার ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম,মনে একরাশ উত্তেজনা।চেনা গণ্ডি পেরিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা।প্রদীপ শুভার কষ্টটা বুঝে বলল এখানে খুব গরম তোমার খুব কষ্ট হবে।শুভা মুখে কিছু বলল না মনে মনে বলল "মোটেই না"।প্রদীপ বলল এই ভর দুপুরে কোথায় যে একটা টাঙ্গা পাই? আমারই ভুল।আগে থেকে বলে রাখলে মধুদা একটা ব্যবস্থা ঠিক করত।শুভা নতমুখে বলল চলো না আমি হাঁটতে পারব।প্রদীপ তাড়াতাড়ি বলল না না তোমার অভ্যেস নেই,তার উপর যা গরম!!!! হঠাৎই একটা লোককে দেখা গেল মাথায় ভিজে গামছা জড়িয়ে , ভিজে গামছা গায়ে সাইকেল চালিয়ে এদিকেই আসছে।কাছে এসে জিভ কেটে বলল আরে দাদা আমাকে আগে থেকে একটু জানালে না।সব টাঙাওলাএখন খেতে চলে গেছে।দ্যাখোগে গাছতলায় আয়েশ করে ঘুমুচ্ছে।টিনের সুটকেসটা প্রথম,প্রদীপের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল বৌদিদি কি সাইকেলে বসতে পারবেন?শুভা ঘোমটার আড়ালে না সূচক মাথা নাড়লো।মধু বলল তাহলে হেঁটে যেতে হবে গো, তোমাদের হেঁটে যেতে হবে বড্ড গরমের দিন,খুব কষ্ট হবে।প্রদীপ বলল ও আমাদের মধুদা।আমাদের দাদা আর গার্জেন ।এরপর পুরো "এক অচিন পাখী উড়ে উড়ে এলো বুকের ভাঙা খাঁচাতে"র মত রাস্তা পেরিয়ে,একখান চষা মাঠ,কয়েকখানা খেজুর গাছের সারি পেরিয়ে একটু উতরাইতে নামতেই দেখা গেল কয়েকটা টালির বাড়ির ছাউনি।কয়েকটা বড় গাছের জটলা, দূ......রে পাহাড়ের মত কালো কালো কিছু ,প্রদীপ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল ঐ দ্যাখো আমাদের কয়লা খনি।আমাদের ব্ল্যাক ডায়মন্ড।আর টালির বাড়িগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল এই আমাদের রাজ্যপাট এবার থেকে তোমারও।শুভা ঘোমটা খুলে অবাক হয়ে দেখছিল।এতটা খোলা জায়গা সে কোনদিন দেখেনি।এমন খোলা আকাশই বা সে কবে দেখেছে।অবাক চোখে চারদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখছিল।পায়ে পায়ে ওরা একটা বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এসে ঢুকলো।একপাশে একটা ইঁদারা,তার পাশে কলঘর,দরমা দিয়ে ঘেরা।আর একপাশে অযত্নে ফুটে আছে কিছু সাদা আর বেগুনী রঙের নয়নতারা,বনতুলসীর ঝোপ আর একটা খাড়া পেঁপেগাছ।মধু তাড়াতাড়ি একবালতি জল তুলে দিয়ে বলল একটু হাত মুখ ধুয়ে বস আমি এসে আবার চানের জল তুলে দেব খ'ন। আমি দেখি তোমাদের জন্য কি খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি।

প্রদীপ এবার দালানে উঠে ঘরের চাবি খুলল।একটু হেসে বলল এই আমাদের ঘর আর পাশে রান্নাঘর।তারপর একটু মাথা চুলকে বলল বড্ড অগোছালো,কোথায় যে তোমাকে একটু বসতে দিই,এইবলে নোংরা কোঁচকানো বিছানার চাদরটা টেনে টেনে সমান করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।শুভা দেখছিল ঘরের একটা কাঁঠাল কাঠের টেবিলে বই ,চিরুণি,কলম ব্যাগ সব এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।একটা দড়ি জামাপ্যান্টের ভারে ঝুলে পড়েছে,ক্যালেণ্ডারটাও পাহাড় ,নদী নালা,গাছের ছবি সমেত বাঁকা ভাবে দুলছে। শুভা বলল ব্যস্ত হতে হবে না

আমি ট্রেনের কাপড়ে বিছানায় বসি না,আমি স্নান সেরে এসে দেখছি কি করা যায় ।তারপর কোমরে কাপড় গুঁজে রান্নাঘরের দিকে গেল।সেখানে আর এক দৃশ্য।তোলা উনুনের তলায় ছাই জমে আছে অনেক দিনের।অ্যালুমিনিয়মের ক'টা বাসন ওল্টানো রয়েছে হাঁড়ি কড়াই সমেত।কবে শেষ মাজা হয়েছে কে জানে। মশলার কৌটো টা দেখে শুভা আর হাসি চাপতে পারল না।ত্রিভঙ্গমুরারী দশা।শোবার ঘরে এসে ট্রাঙ্ক থেকে সাবান গামছা শাড়ি বের করতে যাবে দ্যাখে মধুদা কুয়োতলার ধারে বড় বড় দুটো লোহার বালতি কোথা থেকে যেন এনে জল তুলছে দড়ি টেনে।যাক স্নানটা সেরে আসি, বলে দরমা ঘেরা স্নানঘরের দিকে হাঁটা লাগালো।প্রদীপ ট্রেনের জামাকাপড়েই বিছানায় শুয়ে কপালে হাত রেখে ভাবতে লাগল সকাল থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা।কেমন যেন স্বপ্ন মনে হল তার।এতদিনের একার অগোছালো জীবনে কেমন যেন লক্ষ্মীর আগমন ঘটেছে।মুহূর্তে পাল্টে গেছে যেন তার জীবনটা।

শুভা আর প্রদীপের যৌথ জীবন সুখের হোক,শান্তির হোক এই আমাদের পাঠককুলের শুভ কামনা রইলো।

এর পরে ১৪ পাতায়

১৩ পাতার পরে

# ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে

(২) প্রদীপ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল।হঠাৎ নারী কন্ঠের রিণরিণ আওয়াজে ঘুম ভাঙলো।শুনলো শুভা বলছে,ও মধুদা আপনাদের জামাকাপড় মেলার জায়গা কোথায় গো?মধু এগিয়ে এসে একটা দড়ি দেখিয়ে দিল শুভাকে।শুভা এখন ভিজে চুলে গামছা জড়িয়ে,লাল রঙের একটা শাড়ি পরে ভেজা জামাকাপড় নিংরাচ্ছে।দেখতে দেখতে কেমন অবাক লাগলো প্রদীপের।কি আশ্চর্য, এই মেঠো বাড়িতে শুভা মুহূর্তের মধ্যেই কত স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে।শুভা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালান পেরিয়ে ঘরে ঢুকে বলল যাও স্নান সেরে এস,ওখানে সাবান ,জল সব রাখা আছে।মধুদা খাবার আনতে গেছে,ওবেলা কিন্তু আমি রান্না করব হ্যাঁ।প্রদীপ বলল তোমার এখানে ভালো লাগছে?শুভা বড় করে ঘাড় নাড়লো।বললো কি সুন্দর জায়গা গো।প্রদীপ একটা নিশ্চিন্তির হাসি দিয়ে স্নানে গেল।

শুভা ঘরের নানা জায়গায় প্রথমেই ঝাঁটা খুঁজলে,না পেয়ে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া দেখে সেটাকেই জলে ভিজিয়ে ঘরটা মুছে নিল।বিছানার চাদরটা তুলে রোদে ঝেড়ে উল্টা দিকটা পাতলো।ন্যাতা বালিশ টা উঠোনে রোদে দিল।টেবিলের দিকে তাকিয়ে একবার দেখল,মনে ভাবলো এখন থাক্ বিকেলে এটা পরিস্কার করতে হবে।ততক্ষণে মধুদা তিন বাটির অ্যালুমিনিয়মের টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে কাঠের ফটক ঠেলে ঢুকছে।সঙ্গে দুটো বড় কলাপাতা।শুভা মনে মনে ভাবলো এমনভাবে শেষ কবে তার জন্য কেউ খাবার এনে দিয়েছে?মা, গিন্নীমার বাড়িতে সব কাজের শেষে শেষবেলায় ডাকত শুভাকে দুপুরের খাবার খেতে।হঠাৎই শুভার বাবার কথা মনে পড়ে গেল।রবিবারের দুপুরে বাবা,মেয়েকে ডেকে নিয়ে একসাথে খেতে বসত।মা খুশীমনে পরিবেশন করত।শুভার চোখে জল চলে এল।এই বিজন বিভুঁই এ দু'জন মানুষ তাকে ভালো রাখার জন্য কত চেষ্টা করছে।মধুদাকে তার বড্ড কাছের মানুষ বলে মনে হল।শুভা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে হাসিমুখে এগিয়ে গেল।বলল মধুদা আপনি এই গরমে কেন এত কষ্ট করছেন?আমার সঙ্গে মা চিঁড়ে আর চিনি দিয়ে দিয়েছে।জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম।মধু শুনে জিভ কেটে ,দু'কানে আঙুল দিয়ে বলল ছি ছি ছি বৌদিদি কি যে বলেন!!!!!আজ আপনি প্রথম এখানে এলেন সাধ ছিল ভালো করে রান্না করে খাওয়াবো কিন্তু দাদা তো জানালোই না।আমি একা মানুষ,ঐ একটু ভাত,ডাল,আলুসেদ্ধর ব্যবস্থা করতে পারলাম।প্রদীপ স্নান সেরে গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনল, শুভা বলছে,মধুদা কাল থেকে আপনি আমাদের সঙ্গেই খাবেন।আমি রান্না জানি,কাল থেকে আপনাকে আমি রেঁধে খাওয়াবো।প্রদীপের মনটা হঠাৎই আলো আলো হয়ে গেল,মনে প্রশ্ন জাগলো এই নিখাদ সোনার মত মনের মেয়েটিকে সে ভালো রাখতে পারবে তো?

(৩)শুভা সারা ঘর খুঁজে এক কোণে একটা সতরঞ্চি খুঁজে পেল।সেটাকে দুভাঁজ করে মেঝেতে পাততে পাততে বলল মধুদা আপনি কখন খাবেন?মধুদা উত্তর দিল বাড়িতে আছে তো।শুভা বলল আপনি এখানে বসুন।এই খাবারটাই আমরা আজ তিনজনে খাব।মধু না না করে উঠল।প্রদীপও বলল অনেক বেলা হয়ে গেছে,আজ এখানেই নিজের রান্না নিজেই খেয়ে দেখ তো মধুদা,নতুন বৌদিদির হাতে।স্বাদ বদলায় কি না।এসো আজ একসাথে খাই।

শুভা ততক্ষণে একটা কলাপাতা কে অর্ধেক করে চিরে নিয়েছে।রান্নাঘরের থেকে অনেক খুঁজে একটা হাতা মেজে নিয়ে এসেছে।সে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে প্রদীপ আর মধুদাকে ভাত বেড়ে দিল।ডাল দেওয়ার সময় প্রদীপ বলল একি তুমিও নাও, একসাথে বসে পড়।শুভার মনে পড়ল চিরকালই সে শেষপাতে খেয়েছে,মা ছাড়া কেউ কোনদিন তাকে খেতে ডাকে নি।আজ সে কত যত্ন পাচ্ছে।জীবনে এত সুখ ভগবান তার জন্য গচ্ছিত রেখেছিলেন সে কোনদিন কল্পনাই করতে পারেনি। শুভা মৃদু হেসে বলল হ্যাঁ।ভাত,ডাল আর আলুভাতে দিয়ে তিনজনে মিলে ছোট্ট ঘরে একটা জমাটি পিকনিক হয়ে গেল।

মধুদা যাবার সময় বলে গেল দাদা তোমরা ভালো করে বিশ্রাম নাও।সন্ধ্যেবেলাএদিক পানে আসবখ'ন।আজ বৌদিদির হাতে খাওয়াটা বড় বেশীই হয়ে গেল গো।প্রদীপ ঘরে এসে বলতে গেল,তুমি খাটে শুয়ে পড়,কিন্তু দেখল শুভা খাটে বালিশ পেতে প্রদীপের শোওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।জানলা বন্ধ করে ভিজে গামছা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আধো অন্ধকার ঘরে কেমন একটা মিষ্টি মেয়েলী গন্ধ।শুভা বলল শুয়ে পড়।

প্রদীপ বলল তুমি?শুভা বলল এই গরমে মেঝেতে শুয়ে খুব আরাম।প্রদীপ একটু চুপ করে বসে থাকলো,তারপর শুভাকে এক ঝটকায় তুলে নিল খাটে,আর শুভাকে কিছু বলতেই দিল না।শুভা তখন লজ্জা আর ভালোবাসায় রাঙা।

নবদম্পতির ঘরে উঁকি মারা মানা।আমরা ওদের সংসারের পালা আবার দেখব ওদের ঘুম ভাঙলে কেমন।

শেষপর্ব) দুজনেই খুব ক্লান্ত ছিল।প্রদীপ ঘুম ভেঙে দেখল বাইরে বিকেল মরে গিয়ে সন্ধ্যে নামছে।অভ্যেসমত আলোটা জ্বালতে গিয়েও থমকে গেল।শুভা গুটিশুটি হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।প্রদীপের মনে হল ওর এই রংচটা,মলিন একলা ঘরে কোথা থেকে যেন একরাশ টাটকা ফুল সুবাস ছড়িয়েছে।শুভার ঘুম না ভাঙিয়ে আস্তে করে বাইরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।বারান্দার আলোটা জ্বেলে একটা নড়বড়ে কাঠের চেয়ারে বসে ভাবতে লাগল আপাততঃ কি কি এখন লাগবে।যেমন একটা জনতা স্টোভ।কারণ প্রাণটা চা চা করছে।প্রথমেই শুভাকে একটু চা খাওয়াতে ইচ্ছে করছে।কিন্তু ওকে একা ফেলে শহরে যায়ই বা কি করে।অনেক ভাবনাচিন্তা করে তোলা উনুন টাকে পরিষ্কার করতে বসল।তারপর,কিছুটা কয়লা , ঘুঁটে আর কেরোসিন দিয়ে উনুনটাকে ধরিয়ে দিয়ে চা পাতা আর চিনির কৌটো খুঁজতে রান্নাঘরে গেল। এদিকে শুভা ঘুম ভেঙে প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না যে সে কোথায় আছে।তারপর আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। মনে হল অন্ধকার নেমেছে বাইরে।ছি ছি কি লজ্জা সে এখনো শুয়ে আছে?কত কাজ পড়ে আছে ওদিকে।দরজাটা আন্দাজ করে দালানে বেরিয়ে দ্যাখে মূর্তিমান তোলা উনুনে চায়ের কেটলী বসিয়ে পাশে রাখা বালতির জলে কাপ আর ছাঁকনি ধুচ্ছে।শুভা তাড়াতাড়ি কাপড় সামলে উবু হয়ে বসে বলল আমি চা করছি।আমাকে ডাকোনি কেন।অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।প্রদীপ অবাক হয়ে ভাবল এই সহজ সরল মেয়েটা,যে তার একলা জীবনের মানেটাই পাল্টে দিয়েছে, তাকে দিয়েছে নিটোল একটা সংসার, দিয়েছে একটা ভালোবাসার জগৎ,যাকে পাশে নিয়ে চলতে আনন্দে মন ভেসে যাচ্ছে,এমন ভালো মনের মেয়েটাকে সারা জীবন সে আগলে রাখবে,যত্নে রাখবে,কোনো কষ্ট তাকে পেতে দেবেনা।কখনো না।প্রদীপ বলল তুমি চোখে মুখে জল দিয়ে এস আমি চা করছি।শুভা বলল তুমি সরো, আমি দেখছি।দুজনেই হাত বাড়িয়ে দিল চা বানাতে।ব্যস শুরু হয়ে গেল দুজনের সুখী সংসার।যার সাথে সাথে বৈশাখের এই আলোআঁধারি সন্ধ্যেতে মফস্বলের এই ঊষর মাটিতে দুটি নতুন জীবনকে সাক্ষী রেখে প্রকৃতি যেন গেয়ে উঠল "এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে।

বাহির হয়ে এসো তুমি
যে আছ অন্তরে"।।

পাঠককুল আমাদের কাছে তো সব দিনই ভালোবাসার দিন কি বলো!!!!!তবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের সাথে সাথে আমরাও তো মনে তরুণ হয়ে চলেছি তাই না?প্রতিজ্ঞা করেছি "মনের বয়স বাড়তে দেব না"। তাই এই ভালোবাসার দিনটিকে উদযাপনের জন্যই এই গল্পের অবতারণা।চিরদিন সব প্রজন্মের সব প্রদীপ শুভারা সুখে শান্তিতে,ভালোবাসায় জীবন কাটাক এটাই কামনা।

ভালোবাসার জয় হোক।।

NABC 2023

# ACCOMMODATION – NABC 2023 – ATLANTIC CITY

Reservation links will be provided soon.

NABC 2023

## Standard: Rates under $200 per night per room

539 East Absecon Blvd, Absecon, NJ 08201
+1-609-910-0380

5 minutes driving distance : Boarders will get free Parking at hotel as well as at the venue : Shuttle service will be provided for boarders who has no car.

3000 Boardwalk At Morris Ave, Atlantic City, NJ 08401 US

5 minutes driving distance : Borders will get free Parking at hotel as well as at the venue : Shuttle service will be provided for boarders who has no car.
+1-609-344-6101

## Premium: Rates under $250 per night

401 S New York Rd, Galloway, NJ 08205
(609) 652-1800

15 minutes driving distance : Boarders will get free Parking at hotel as well as at the venue : Shuttle service will be provided for borders who has no car.

1212 Pacific Avenue, Atlantic City, NJ, 08401
+1 609-345-7070

2 minutes driving distance or 10 minutes walk on Boardwalk : Boarders will get free Parking at hotel as well as at the venue : Shuttle service will be provided for boarders who has no car.

## Deluxe : On Boardwalk : Rates under $300 per night

10 minutes walking on Boardwalk or take NABC trolly tram on boardwalk for free : Free parking for boarders at venue.

801 Boardwalk, Atlantic City, NJ 08401
(609) 487-4600
Reserv: (407) 992-7902

2831 Boardwalk Atlantic City, NJ 08401
1-609-340-4000

4 minutes walking on Boardwalk or take NABC trolly tram on boardwalk for free : Free parking for boarders at venue.

## Luxury : On Boardwalk : Closest to venue : Rates under $330 per night.

2100 Pacific Avenue
Atlantic City, NJ 08401
Phone: 609-348-4411

2 minutes walk or take free trolly tram provided by NABC.

# NABC 2023

## Overseas Arts and Performances

## ATLANTIC CITY, NJ

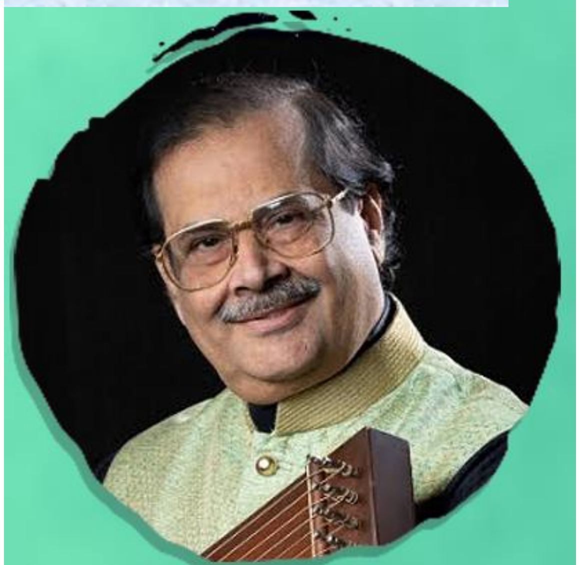

Padmabhushan Pdt. Ajay Chakraborty

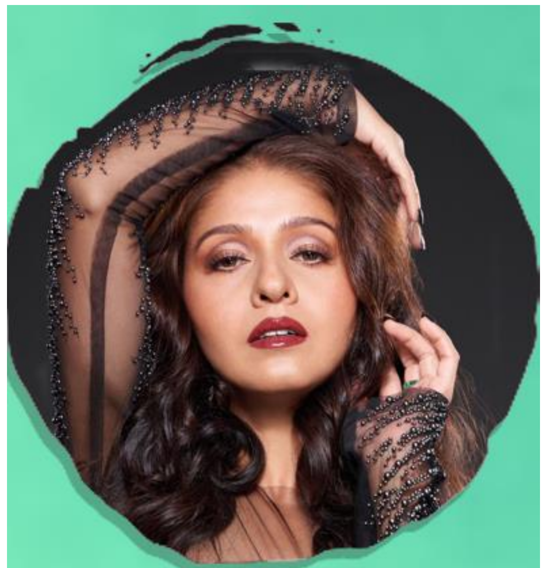

Sunidhi Chauhan

Pdt. Tejendra Narayan Majumdar

Raghab Chatterjee

Javed Ali

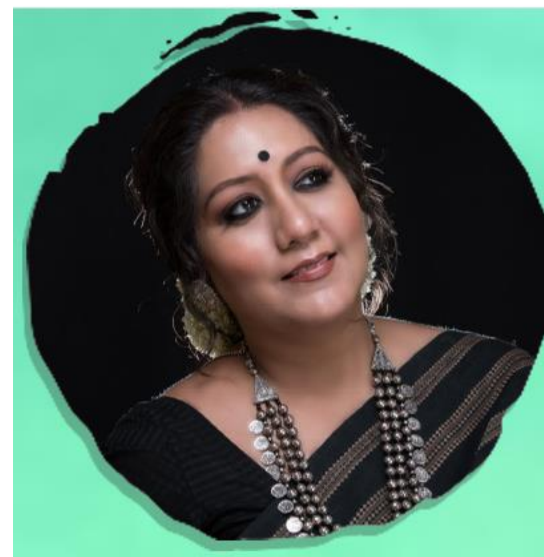

Jayati Chakraborty

Sahana Banerjee

Chanchal Chowdhury

Meher Afroz Shaon

### Musicians

AMITAVA SARKAR

ARNAB CHAKRABORTY

ATANU SEN ( BAPI )

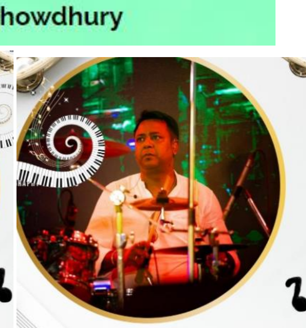

MONGAL KARMAKAR

### Musicians

PRASENJIT BISWAS (RANA)

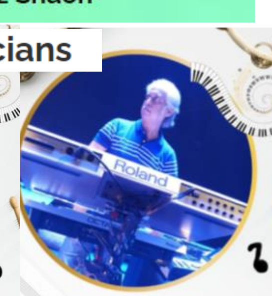

SIDDHARTHA CHATTERJEE

## Overseas Arts and Performances

Samares Mazumdar

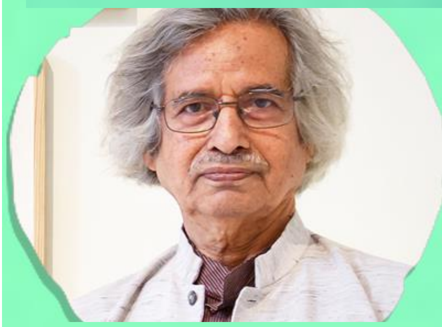

Jogen Chowdhury

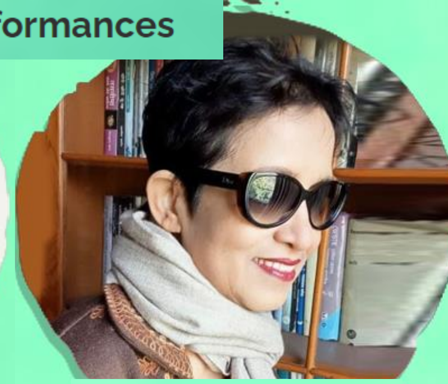

Taslima Nasrin

Rathijit Bhattacharjee

Sagnik Sen

Indo Jazz Band

Sanchita Bhattacharya

BRISHTI - Poetry Band

Dulal Lahiri

Soumitra Mitra

Payel Sarkar

Suman Mukhopadhyay

Debshankar Haldar

Anirban Chakrabarti

Sujan Mukhopadhyay

Bidipta Chakraborty

Dhrubo Banerjee

Sohini Sarkar

Anirban Bhattacharya

## Overseas Arts and Performances

Nibedita Mukherjee

Madhurima Goswami

Trina Saha

Daayaad Mukherjee

Kunal Basu

Subodh Sarkar

Tridib Chattopadhyay

Padma Palash Halder

Pranjal Biswas

Ishita Viswakarma

Neelanjana Ray

Niharika Nath

Ashmita Kar

Shrabana Sil

Antara Das

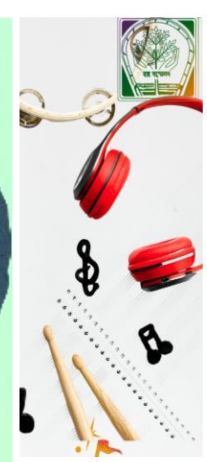

## Musicians

## Musicians

# NABC2023_PaperRegistrationForm

Name of the Organization you are attached with [Optional] ________________________________

First Name: ____________________________ Last Name: ____________________________

Street Address: ________________________ State: _________ Postal Code: ____________

Phone Number: ________________________ Email Address: _________________________

Name of Spouse/Partner [For Family or Couple only]: ___________________________________

Extra Adult [Up to 4] Optional: [$200 Each] ___________________________________________

Extra Children [Up to 4] Optional: [$50 Each] __________________________________________

| Registration Category: | Rate | Hotel | Food | Thursday Night Meet & Greet | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Standard Student | [$150] | Book Separate | Book Separate | Book Separate | Reg. |
| ☐ Standard Individual | [$200] | Book Separate | Book Separate | Book Separate | Reg. |
| ☐ Standard Couple | [$300] | Book Separate | Book Separate | Book Separate | Reg. |
| ☐ Standard Family [2+2] | [$350] | Book Separate | Book Separate | Book Separate | Reg. |
| ☐ Benefactor Student | [$400] | Book Separate | Book Separate | Book Separate | Pref. |
| ☐ Benefactor Individual | [$500] | Book Separate | Book Separate | Book Separate | Pref. |
| ☐ Benefactor Couple | [$900] | Book Separate | Book Separate | Book Separate | Pref. |
| ☐ Benefactor Family [2+2] | [$1200] | Book Separate | Book Separate | Book Separate | Pref. |
| ☐ Donor [2+2] | [$1500] | 2 Nights | Book Separate | Book Separate | Pref. |
| ☐ Prime Donor [2+2] | [$2200] | 3 Nights | 2 Lunch for 2<br>3 Dinner for 2 | YES – For 2 | Pref. |
| ☐ Bronze Sponsor [2+2] | [$3000] | 4 Nights | 2 Breakfast for4<br>2 Lunch for 4<br>3 Dinner for 4 | YES – For 2 | Spl. |
| ☐ Silver Sponsor [4+2] | [$5000] | 4 Nights<br>2nd Room<br>Reduced Rate | 2 Breakfast for6<br>2 Lunch for 6<br>2 Dinner for 6 | YES – For 4 | Spl. |

Total Payment:______________ Discount:________________ Final Payment:_______________

Payment Method:

☐ Cash [Amount:_________ Collected By: _______________ ]

☐ Check [Amount:_________ Check# __________ Check Payable to **KPC Bengali Hall Of Fame** ]

☐ Zella [Amount:_________ Conf# __________ Pay to **kpcbhofnabc2023@gmail.com** ]

Contact: Web-Site – www.nabc2023.net Email [Registration] – nabcreg2023@gmail.com

Email [General] – kpcbhofnabc2023@gmail.com

NABC NextGen
Meet the team !
2023
Konya Badsa
Coordinator
New York, NY
Data Scientist at Aetna/CVS
Shankadip Chakraborty
Cultural Lead
Franklin Park, NJ
Data Analyst at Bank of America
Aratrika Dey
Cultural Lead
South Brunswick, NJ
Student at The College of New Jersey
Sohom Sen
Publicity Lead
Edison, NJ
Tech/PM Consultant at Deloitte
Sohini Sircar
Networking Lead
New York, NY
Public Health Professional/MBA Candidate at NYU Stern
Subhodeep Chakraborty
Networking Lead
Plainsboro, NJ
Higher Ed Masters Candidate at Rider University
Aditya Riju Sanyal
Networking Lead
Elizabeth, NJ
Internal Medicine Physician at Trinitas Medical Center
Rishov Chatterjee
Networking Lead
Rancho Cucamonga, CA
Sr Data/ML Engineer at LEO Technologies
Tanaya Badsa
Social Event Lead
Edison, NJ
Occupational Therapist at JFK Medical Center
Disari Bhattarcharya
Social Event Lead
East Brunswick, NJ
Data Science Masters Candidate at NJIT
Ishita Kundu
Social Event Lead
East Brunswick, NJ
Talent Acquisition at SoundCloud
Anisha Pal
Social Event Lead
New York, NY
Data Manager at Mount Sinai Health System
Ishani Sanyal
Content Creator
White Plains, NY
JD Candidate at Pace University School of Law
Rai Mitra Thakur
Content Creator
Hillsborough, NJ
Student at Hillsborough High School
Malhar Lakshman
Content Creator
Bloomington, IN
Student at Indiana University
Piyal Palit
Event Advisor
Montclair/Edison, NJ
Student at Montclair State University

Mark Your Calendar

# Tagore Grove Memorial

*A permanent memorial to Rabindranath Tagore*

# Grand Opening

| WHERE | WHEN |
|---|---|
| Ray Miller Park<br>1800 Eldridge Pkwy,<br>Houston, TX 77077 | 25 February<br>11:00am - 1:00pm |

**Background**

The Tagore Memorial project was conceived by Tagore Society of Houston as the most meaningful way to leave a lasting legacy to the multifaceted genius Rabindranath Tagore. It is a free, open air memorial displaying many facets of Tagore's philosophy and life. Tagore Society intends for the Grove to be a permanent source of inspiration for the community at large, a place 'for peace and introspection'. It will also contribute to the rich multi-cultural heritage of Houston.

Tagore traveled incessantly throughout the world to propagate his message of humanism and universalism, in fact visiting the US five times, one of those visits being to Houston in 1921. Tagore's message continues to resound around the Globe even now, more than 80 years after his passing. In essence, the Memorial celebrates the life and words of a true world icon, who was "*a global icon well before the age of globalization.*"

**Program**

- The program will be attended by various dignitaries such as the Consul General of India, the Mayor of Houston, Harris County Judge, officials from the Harris County Park Department, representatives of local and the Federal Government, and other invited dignitaries.
- The ceremony will be highlighted by an invocation, selected readings and recitations from Tagore, short speeches, official unveiling and walkthrough.
- Snacks and drinks will be provided.

*For more information click www.tagoresociety.org or call 281-610-4675*

# VISVA-BHARATI AND AMARTYA'S LAND BICKERING

## Dilip Chakrabarti, New Jersey

Nobel winner Amartya Sen is entangled in a land dispute with Visva-Bharati University in Santi Niketan.

Lately an unwanted and unpleasant issue of usurping a small portion of land of Visva-Bharati University is haunting Dr. Amartya Sen and it is getting worse by complicating an issue between this famous Alumnus and his teacher University. The university alleges that Dr. Sen is usurping 13 decimals (5662 square feet approximately) of land which belongs to the University. Originally Dr. Ashutosh Sen, father of Amartya Sen was the lessee and later on it was put in Dr. Amartya Sen's name. Visva Bharati claims that they wanted an amicable solution by physically surveying the land to this problem but so far, no response was received from Dr. Sen's end. However, in January of 2023,suddenly C.M. Mamata Banerjee fetched some paper from Birbhum Land Reforms Office and gave to Sr. Sen and claimed that disputed land now belongs to Dr. Sen and Visva- Bharati has nothing to do with it. In response to this act of Chief Minister Mamata Bandopadhyay, in a press conference the V.C. Dr. Bidyut Chakravarty has claimed that the Chief Minister's paper is neither valid nor legitimate, because land belongs to Visva-Bharat and she has no right to give away Visva Bharati's property to Dr. Sen, he also has reiterated that the university will try its best to recover this encroached portion of the land which belongs to the University. He also emphatically mentioned that instead of protecting the interest of the University the chief minister has sided with Dr. Sen for some personal reason. He also mentioned if negotiations fail, the university will seek legal help to protect its interest. The way it looks, finally both sides may end up in court for a correct solution to this unwanted land dispute. However, for now, it is to see if this controversy lands in the court for a legal solution. However, in the week of February 19, Dr.Sen has filed an application for a hearing to the BLR office of Birbhum claiming that he has paid Rs 18600.00 in the year 2006 for the mutation of the land (1.38 decimal) in his name.

On the other hand, it is claimed by Bisva-Bharati's attorney Sucharita Biswas has claimed that Amartya Sen did not submit any document with his application in support of his claim. Since Visva-Bharati was not prepared for such an unclear issue, so the Visva-Bharati has requested to adjourn the hearing so that they can prepare themselves for this case. She also mentioned that in the deed of Visva-Bharati and Dr. Ashutosh Sen, it clearly mentions that 1.25 decimal land was leased while the BLR office has written it as 1.38 decimal, the RS Parcha will establish the mistake done by BLR Office. She has also claimed it is merely a clerical error and this mistake needs to be corrected to stop any future dispute between the parties involved. According to her a mistake should not continue forever, since it has surfaced, it must be corrected and Dr. Sen must return the land to Visva-Bharati.

Had Dr. Amartya Sen not won the Nobel Prize in Economics Sciences this land dispute probably would have never come to lime light consequently creating a huge commotion between him and the Visva-Bharati University. However, this unwanted episode should never trivialize the gravity of his winning the Nobel Prize.

We all have seen that big people sometimes do small things which make them so small that their pride or fame cannot save them from being thrown out of the rainbow of fame or elegance. However, eventually the truth will come out to end this dispute for once and all. The real history of this land dispute will be discovered to satisfy all parties and the public. We also know that truth always make the history and history is always truth.

**Finally, no matter what, this incident should never deprive him of his fame and glory of receiving the Nobel Prize. He is India's pride and Bengal's glory, who wore the medal of "Nobel Prize" and proudly walked out into the world as one of the "Nobel Laureates**."

Reference – Google/Visva Bharati

# The Statesman
## শতবর্ষ আগে
### সংক্ষিপ্ত সংবাদ

## বনজ পণ্য পরিবহণের অপ্রতুলতা

স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থার প্রতুলতার কারণে উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ বনভূমিজাত পণ্যগুলি বাজারে আনা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ধীরগতির এবং এমন চলতে থাকলে বনজপণ্যের বাজার ধরা খুবই মুস্কিল বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। কেবল একটি মিটার গেজ ট্রেনই পণ্য পরিবহণে কিছু গতি আনতে সক্ষম হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট এলাকার ওপর দিয়ে ভ্রমণ করে উত্তরভারতের প্রধান জংশন স্টেশনে হাজির হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট যুক্ত প্রদেশ এলাকায় সরকার তিনটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকাজ উন্নয়নের অনুমোদন দিয়েছে। স্যার হারকোর্ট বাটলার জানিয়েছেন এজন্য বহু সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। এজন্য কাওনপুরে অবিলম্বে একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

## পেশোয়ারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

পেশোয়ারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সত্তরটি ভবন একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দুই লাখ টাকার বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। রামপুরা মহল্লায় আমীর চাঁদ নামে এক অসুস্থ ব্যক্তির হুকোর আগুন ছিটকে গিয়ে বা তাঁর বিছানার পাশে যে লম্ফ জ্বলছিল তা উল্টে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রাত ন'টা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়। আমীর চাঁদ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান। তাঁর দুই আত্মীয়ের শরীরও আগুনে এতটাই পুড়ে যায় যে তাঁদেরও বাঁচার সম্ভাবনা কম। দমকলকে খবর দিতে দেরি হওয়ায় রাত এগারোটা নাগাদ দমকল ঘটনাস্থলে হাজির হয়। আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য বহু বাড়ি ভেঙে ফেলতে হয়। স্থানীয় সেবা সমিতির পক্ষেও যথাসাধ্য উদ্ধার কাজে সাহায্য করা হয়। কিন্তু পরদিন সকাল ন'টার আগে আগুন সম্পূর্ণ নেভানো সম্ভব হয়নি।

## বন্দরে গণ্ডগোল

বন্দর শিল্পক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভের কারণ আর্থিক বলে পাইওনিয়রের প্রতিবেদক জানিয়েছেন। সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে জাহাজ পারাপারকারী শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কাজ বন্ধ করে দেয় বলে খবর। কিন্তু বলশেভিক প্রতিনিধিরাই এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে বলে সন্দেহ। তারা কোম্পানির শ্রমিকদের বিক্ষোভে শামিল হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। কারণ শ্রমিকদের সম্প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, তাই তাদের তরফে বিক্ষোভে শামিল হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তবে সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার মতলব করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। সংশ্লিষ্ট বন্দর এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অবস্থা সামাল দিতে সক্ষম হয়েছেন এবং অবস্থা এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বলে জানানো হয়েছে।

Courtesy of
The Statesman

In a faraway land in Russia, the magician Vasilisa hid wine in his left sleeve and swans in his right. Then at the ballroom, he swayed his hands in dance and created a stream of wine where pearl white swans floated around in all their grandeur.

In all our hearts reside the magic of Vasilisa and others tucked away in the fantasy of fairy tales, a world that beckons us with the lure of untold possibilities. It is this world that the boy dreams of.

This dream runs through the family as an heirloom wrapped in hope, which allows him to envision and fantasize about a future where he is a magician himself. But the real world calls for material and economic stability and its lack thereof in the family directs his mother to shield him from such fantastic aspirations.

he boy, full of dreams and wander, leaves the barriers of the household one day to start a journey that will take him through life and reality. Here, Nature is his only companion and together they undertake the enterprise of walking through light and dark through fantasies and realities.

NABC 2023 presents “Mayajaal”, a musical in multimedia that will allow the viewers to ride the wave with our protagonist in the same boat and experience the magic of not just dreams and fantasies but also realities.

## প্রতিমা সহ মা সরস্বতীর আবাহন করুন

**বারো ইঞ্চি** উচু **ফাইবার প্রতিমা** ...বছরের পর বছর টেকসই

সরস্বতী ঘরে ঘরে $100, সরস্বতী ডাকের সাজে $125 ( +শিপিং )

Contact PushTarafdar@gmail.com Ph: 610-541-7876

Coming soon...